মূল শব্দাবলী
নেতৃত্ব
দায়িত্ব
করুণা
ন্যায়বিচার

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

18 October 2024 / 15 Rabiul Akhir 1446H

অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদর্শন

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مَكَارِمَ الأَخلاَقِ عُنوَانَ أَهْلِ العِرفَانِ، وَجَعَلَ حُسْنَ الخُلُقِ أَفْضَلَ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَانِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الرَّؤُوفُ المَنَّانُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ أَرسَلَهُ اللهُ إِلَى سَائِرِ الإِنسِ وَالجَآنِّ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ هُم لِأَهْلِ الأَرضِ مَنبَعُ الرَّحْمَةِ وَالأَمَانِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমরা সত্যিকার ধার্মিক মনোভাব নিয়ে যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া বৃদ্ধি করি। তাঁর সকল নির্দেশ মেনে চলি এবং তাঁর সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখি। কেবলমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই আমরা আমাদের ওপর অর্পিত বিশ্বাস রক্ষা করতে ও দায়িত্ব পালন করতে পারি। পরম করুণাময় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন আমাদিগকে পথ নির্দেশনা দেয়া অব্যাহত রাখেন। আমীন।

মহান আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আজকের খুতবায় আমরা সহানুভূতি (রাহম) ও ন্যায়বিচারের (আদল) দৃষ্টিতে নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনা করব। ১৪০০ বছরেরো আগে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমাদের জীবনই

একটি আমানত বা বিশ্বাস। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, নবী করিম (সঃ) জোর দিয়ে বলেছিলেন যে আমাদের প্রত্যেকে এক একজন অভিভাবক এবং আমাদের অধীনস্ত সকল কিছুর দায়িত্বে আমরা নিয়োজিত।

<u>সম্মানিত ভাইয়েরা,</u>

আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজস্ব পরিমন্ডলের নেতা বিশেষ। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার এই পৃথিবীতে আমরা যেভাবে আমাদের জীবন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করি তার হিসাব একদিন আমাদেরকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লার সামনে গিয়ে দিতে হবে। আমদের নিজস্ব অধিকারগুলি আমরা নিশ্চয়ই পূর্ণভাবে আদায় করব অন্যদিকে অন্যদের আধিকারের দিকেও আমাদের মনযোগ দেয়া দরকার। সুরা আল আনফাল এর ২৭ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ
وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

অর্থঃ তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, আর যে বিষয়ে তোমরা আমানাত প্রাপ্ত হয়েছ তাতেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না।

আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

ইসলামে একজন নেতার রূপরেখা তাঁর ক্ষমতা, অবস্থান বা সম্পদ দ্বারা নির্মিত না। একজন প্রকৃত নেতা তাঁর লক্ষের ভিত্তিতে অন্যের ভালমন্দকে নিজের ভালমন্দের ওপর প্রাধান্য দিয়ে নেতৃত্ব দান করেন। এ প্রসঙ্গে নবী করিম (সঃ)এর একটি সুন্দর হাদীস আছে যেখানে তিনি বলেছেন;

"একজন নেতা যিনি অন্যের সেবা করেন তিনি সবার শেষে পানি পান করে থাকেন।" (আত-তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত সহী হাদীস)

নেতৃত দান করা একটি গুরু দায়িত্ব। রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইসলামের যে বার্তা আমাদের নিকট নিয়ে আসেন তা আমাদের সমাজে নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা ও চর্চায় একটি পরিবর্তন নিয়ে আসে। বিশুদ্ধ সততার সঙ্গে নেতৃত্বের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করতে হলে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে তা পরিচালনা করতে হবে।

আজকে, আমরা এই খুতবায় নেতৃত্ব সম্পর্কে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মূলবোধের উপরে আলোকপাত করব যা আমাদের সকলের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রথমতঃ সহানুভূতি প্রদর্শন

সহানুভূতি এমন একটি গুণ যা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন। সুরা আল-আনামের ১২ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ

অর্থঃ তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্ব হিসাবে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন।

আর একটি আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে বলেছেন "ইবাদুর রাহমান" অর্থ সবচেয়ে করুণাময় যিনি তাঁর বান্দা।"। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার বান্দা হিসাবে আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমাদের নিজেদের মধ্যে সহানুভূতি ও দয়া প্রবণতা জাগ্রত করা বিশেষ করে আমাদের ওপর কোন দায়িত্ব পালনের সময়ে এবং যখন অন্যদের সাথে কাজে জড়িত থাকতে হয়। তখন।

আসুন আমরা নিজেদের দিকে তাকাইঃ যখন আমরা কাজ থেকে বাসায় ফিরি তখন আমাদের পরিবারের অন্যদের প্রতি কিভাবে করুণার প্রকাশ দেখাই। আমাদের কাজের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করুণার প্রকাশ ঘটাই? অন্যদের ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটি দেখলে তখন আমরা কিভাবে করুণার প্রকাশ ঘটাই? যখন আমরা দেখব আমাদের অন্যান্য ভাই-বোনেরা দুঃখ- কষ্টে থাকে তখন আমরা কিভাবে করুণার প্রকাশ ঘটাই?

নবী করিম (সঃ) কে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা একবার রাহমাতান লিল আলামীন বা সারা দুনিয়ার জন্য একজন দয়ার মানুষ হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। একজন নেতা হিসাবে তিনি অন্যের প্রতি সহানুভূতি

দেখানোর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ) সবসময় হাসিমুখে থাকতেন। তিনি অন্যকে সাহায্য করার সময় কারো প্রতি কখনও পক্ষপাতিত্ব বা প্রশ্রয়দানমূলক আচরণ করতেন না বা অন্যের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কারো কথার অপেক্ষা করতেন না। তার আগে নিজেই সাহায্য করতে এগিয়ে যেতেন। আমাদের নবী করিম (সঃ) ছিলেন সকলের নিকট একটি রাহমত কারণ তিনি তাঁর চারপাশের লোকেদের গাত্রবর্ণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের নিকট মঙ্গলবার্তা নিয়ে আসতেন এমনকি নির্যাতিত ও সুবিধাবঞ্চিতদের নিকটও। একটি সহানুভূতিশীল নেতৃত্বের এটি একটি যথোপযুক্ত উদাহরণ য আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

দ্বিতীয়তঃ সর্বপ্রকার দমন পরিহার করে ন্যায় বিচার তুলে ধরা

ইসলামে ন্যায়বিচার বা আদল একটি মৌলিক এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সঙ্গে আমাদের একটি ন্যায্য ও যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখতে আমাদের উচিত তাঁর আদেশ মেনে চলে তাঁর দেয়া নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেকে দূরে রাখা। আমাদের নিজেদের নিকট ন্যায্য বা যথাযথ থাকার জন্য নিজেদেরকে পাপের অন্ধকার ও নেতিবাচক প্রভাব থেকে দূরে থাকতে হবে। একইভাবে নিজেদেরকে অন্য প্রাণি এবং সকল মানুষের নিকট ন্যায্য রাখার জন্যেও অন্যদের প্রাপ্য অধিকার দেয়া দরকার এবং এই অধিকার থেকে তাদেরকে দূরে ঠেলা বা বঞ্চিত না করা দরকার।

নেতা হিসাবে আমরা যদি এটা করতে ব্যর্থ হই তবে আমাদের অধীনস্তদের প্রতি আমরা একটি মারাত্মক অবিচার করব।

ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদীসে বলা আছে,

" হে আমার বান্দাগন, আমি নিজের ওপর অন্যায় করা নিষিদ্ধ করেছি এবং সেটা তোমাদের জন্যেও নিষিদ্ধ করা আছে। তাই অন্যের প্রতি অন্যায্য আচরণ করো না"।

এখানে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার মাহাত্ম্য ও পরিপূর্ণতার কথা উল্লেখিত আছে। সবচেয়ে ন্যায্য সত্তা হিসাবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা নিজের ওপর নির্যাতন করা নিষিদ্ধ করেছেন, এমনকি অন্য

কেউও তাঁকে রক্ষা করতে বা শাস্তি দিতে পারে না। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলা নিজেকে নির্যাতন করা থেকে বিরত রাখেন তবে আমরা তাঁর বান্দা কিভাবে ক্ষমতার বড়াই করে অন্যকে নির্যাতন করার সাহস দেখাই? আর যদি আমরা কিছু করতে পারি বা এইসব নির্যাতন কমিয়ে আনার পথ থাকে আমাদের কাছে তবে কি আমাদের অন্যায় আচরণ করে যাওয়া উচিত?

মহান আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত ভাইয়েরা,

আমাদের এটা মেনে নিতে হবে যে পৃথিবীতে এখনও অনেক জায়গায় দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের অস্তিত্ব আছে। এই অসীম শোক ও দুর্দশা আমাদেরকে ব্যথিত ও হতাশ করে। তবে, আমরা যেন কখনও এটা না ভাবি যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা এসব দেখছেন না বা শুনছেন না বা যারা এই নির্যাতন পরিচালনা করছেন তিনি এসবের একটি ন্যায়বিচার করবেন না। সুরা ইবরাহীমের ৪২ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ
إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٤٢﴾

অর্থঃ আপনি ভুলে যাবেন না যে, যারা দুষ্ট কাজ করে তাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিবহাল থাকেন তিনি তাদেরকে সেই দিনের জন্য পিছিয়ে রাখেন যেদিন চোখগুলি ভয়ার্ত আকারে উন্মীলিত হবে।"

আসুন, আমরা সহানুভূতি ও ন্যায়বিচার তুলে ধরে নেতা হিসাবে আমাদের দায়িত্বগুলি সম্পন্ন করার এবং এই নির্যাতন বন্ধের জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করি। আমাদের অন্তর যেন সংবেদনশীলতাহীন না হয়ে পড়ে বা আমাদের ভাই-বোনদের কষ্ট দেখে আমাদের অন্তরে লজ্জা বা ক্রোধের সঞ্চার না হয়। মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা যেন আমাদেরকে সেই শক্তি দেন যা দিয়ে আমরা আমাদের প্রতি তাঁর আস্থা আন্তরিকতা, নম্রতা ও দৃঢ়তার সাথে পালন করতে পারি। আমীন। ইয়ায় রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.